

শেরপুরে অধিক হারে এসএসসি পরীক্ষার ফি নেয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : শেরপুর, ১৮ জানুয়ারী।—শেরপুরে এবার এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের ক্ষেত্রে বোর্ডের নির্ধারিত রেটের চেয়ে বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে অধিক অর্থ আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি তত্ত্বীয় বিষয়ে ৩০ টাকা ব্যবহারিক বিষয়ে ২০ টাকা, মার্কশীট বাবদ ৩০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রে ফি স্থানীয়ভাবে ৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বিজ্ঞান বিভাগের ফরম পূরণ করতে ৩৯০ টাকা এবং মানবিক বিভাগে ৩৫০ টাকা নেয়ার কথা।

এছাড়াও সেশন ফি এবং অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার মাস পর্যন্ত কোন কোন বিদ্যালয়ে ছুন মাস পর্যন্ত বেতন নেয়ার পরও ৩শ' টাকা থেকে ৫শ' টাকা পর্যন্ত কোচিং ফি আদায় করা হচ্ছে। কোচিং ফি ও অন্যান্য খাতের নামে এই বাড়তি টাকা আদায় করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কোন ওজর-আপত্তি নাকি শোনা হচ্ছে না। অথচ ছাত্রছাত্রীদের সেই অর্থে কোন কোচিং হচ্ছে না।

জেলায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এক হাজার টাকা থেকে ১ হাজার ৯শ' টাকা পর্যন্ত ফরম পূরণ করতে নেয়া হচ্ছে। একমাত্র খিনাই-গাতী থানায় প্রত্যেক বিদ্যালয় মানবিক বিভাগের জন্য ১ হাজার ১শ' ৯০ টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগের জন্য এক হাজার ২শ' ৩৫

টাকা ফি ধার্য করেছে। এই থানার বিদ্যালয় সমিতি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, জেলার কোন কোন বিদ্যালয়ে নির্বাচনী পরীক্ষার অকৃত-কার্য ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে পরীক্ষার ফরম পূরণ করা হচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের আর পি পরীক্ষা হিসাবে পরীক্ষার ফরম পূরণ করা হচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের আর পি পরীক্ষার্থী হিসাবে ফরম পূরণ করাচ্ছে। আর এভাবে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ২ হাজার ৫শ' টাকা থেকে ৩ হাজার ৫শ' টাকা নেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এই সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছে অনেক ছাত্রছাত্রী। কারণ এবার পরীক্ষা পাসের শেখ সুযোগ। আর এ সুযোগ এসব অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরাও ছাড়তে রাজী নয়। তাই তারা এভাবে কয়েক গুণ বেশী টাকা দিয়ে আর পি পরীক্ষা ফরম পূরণ করছে।

এই অতিরিক্ত টাকা যোগাড় করতে অনেক অভিভাবক নিশেহারা হয়ে পড়েছে। অনেকে তাদের হালের বসদ বিক্রি করে আবার অনেকে ছমি বন্ধক রেখে ছেলে-মেয়েদের ফরম পূরণ করতে বাধ্য হচ্ছে।